দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ আশাব্যঞ্জক

গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরিয়া সারাদেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এসব প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবেও সমৃদ্ধশালী হইতেছে। বাংলাদেশ পাঠ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, ২০০৪-০৫ সাল নাগাদ দেশে কেবল প্রাইভেট স্কুল এ্যান্ড কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮,৬৭৯। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫৪,৩৬০। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন প্রবৃদ্ধির হার ৪৪.৭৩ ভাগ। একই সময়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, পূর্ণাঙ্গ কলেজ, জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৪,৩১৪৮, ১৭,৮৬২ ও ২৫,৬৯৮। ১৯৯৫-৯৬ সালে এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৬.১৫২১, ১৩,১১০ ও ১৩,৮২২। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এই তথ্য একেবারে আপটুডেট না হইলেও এক যুগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশটি বেশ লক্ষণীয়। প্রবৃদ্ধির হার দেখিয়া যে কেহ পুলকিতবোধ করিবেন। ইহা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

সামন্ত যুগেও জমিদারগণ নিজ উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা প্রকৃত অর্থেই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। আবার জনসাধারণের অর্থানুকূল্যেও বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হইয়াছে। তবে হালে যে ধরনের লাভজনক ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইতেছে তাহার বৈশিষ্ট্য একটু ভিন্নধর্মী। ইহা মূলত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, নানামুখী ব্যর্থতা ও জনচাহিদার প্রেক্ষিতে গড়িয়া উঠিতেছে দেদারসে। ইহাকে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বলা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। নব্বই দশক হইতেই সকলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অসহনীয় সেশনজট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অনেকেই অতিষ্ঠ হইয়া ওঠেন। অতঃপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এক্টের মাধ্যমে প্রাইভেট খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি মিলিলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জন্য এক সুবর্ণ দ্বার উন্মোচিত হয়। কিন্ডারগার্টেন হইতে শুরু করিয়া বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, অতি বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষার মান ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিয়া হয়তো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে। তাহার পরেও ইহার বিকাশকে ভাল চোখেই দেখিতে হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই অধিক বিকাশমান ও মর্যাদাবান। এমনকি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় জনবিখ্যাত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বেসরকারি। সরকারের তেমন কোন অনুদান থাকে না বলিয়াই এখানকার শিক্ষা ব্যয়বহুল। আবার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ জীবনে প্রতিষ্ঠা পাইবার পর নিয়মিত ডোনেশান প্রদান করেন বলিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভালমতই টিকিয়া রহিয়াছে। নানা সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত সময়ের মধ্যে ১,৫৭৭.৮ কোটি অপারেশনাল খরচের বিপরীতে ৬,০৩৮.৯ কোটি অর্থোপার্জন করিয়াছে। ইহাকে আমাদের ইতিবাচক অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণত টিউশন, ভর্তি, সেশন, উন্নয়ন ও কো-কারিকুলাম কর্মকাণ্ডের ওপর ধার্যকৃত ফি এবং সরকারি-বেসরকারি ডোনেশনই এই আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু অভিযোগ রহিয়াছে যে, এই আয়ের একটি বড় অংশ অপচয় করা হয় এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নূতন করিয়া তেমন কিছু বিনিয়োগ করা হয় না। এই অর্থের মাত্র ৭.৫৪ ভাগ শিক্ষা উপকরণ ও গবেষণাধর্মী বই-পুস্তক ক্রয়ে ব্যয় করা হয়। যদিও শিক্ষা মানের বিষয়টি আপেক্ষিক, তবু আমরা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে আইটি, ল্যাব, লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন খাতের সমৃদ্ধিতে বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাই।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৭.১৮ ভাগ অর্থ অফিস ভাড়া ও ৮.৯৮ ভাগ সংস্কার ও রক্ষা বা পোষণ বাবদ ব্যয় করা হয়। ইহাছাড়া মুনাফার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ পরিচালক, বোর্ড মেম্বার ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিলি-বন্টন হইয়া থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-উন্নতি দিয়া কিংবা অতি বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ নিয়া নিজেদের উন্নতি সাধনের একটি সীমা-পরিসীমা থাকা উচিত। এই আয় যদি শিক্ষা উন্নয়ন ও প্রসারে পুন:নিয়োজিত হয় তাহা হইলে তাহাই হইবে অতি উত্তম। বিশেষত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। কলেজ ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি এক্ষেত্রে অনেক অগ্রসরমান। ন্যূনতম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলে এই নেতিবাচকতার অবসান হইবে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির উপর ট্যাক্স ধার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ট্যাক্স প্রকারান্তরে অভিভাবকদের ঘাড়ে পড়ে বিধায় ইহা জনসমর্থন পায় নাই।

সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে অতি অল্প সময়ের মধ্যেও একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করিয়াছে। এই কমিটির সদস্য হিসাবে আছেন দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণও। আমরা আশা করি, তাহারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশকে ধরিয়া রাখার কাজে সচেষ্ট হইবেন। কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ থাকিলে তাহা আমলে নিয়া দ্রুত অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।